হজ্জ সফরে নামাজ
২০১৮

স্বলাতঃ

- চার দিনের বেশি হলে কসর করতে হবে
- ৮-১৩ তারিখ (সকল স্বলাত কসর হবে)

- ফজরঃ সুন্নতঃ ২ ফরজঃ ২
- যোহরঃ ফরজঃ ২
- আসরঃ ফরজঃ ২
- মাগরীবঃ ফরজঃ ৩
- ঈশাঃ ফরজঃ ২ বিতরঃ৩

হজ্জ সফরে নামাজ

- সফরের নামাজ
- তাহিয়্যাতুল ওয্, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ
- তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশ্ত (সলাতুত দ্হা), যাওয়াল
- জাম'আত, জুম'আ, জানাযা
- মিনায় নামাজ
- আরাফার ময়দানে নামাজ
- মুজদালিফার মাঠে নামাজ

হাজ্জ সফরে নামাজের পরিকল্পনা

- হজ্জ সফরে এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজ যেন ক্বাজা না হয়, সংকল্প করুন, মহান আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্য চেয়ে দূ'আ করুন।

- পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদুল হারামের ভিতর জাম'আতের সাথে আদায় করবেন। রাস্তায় নামাজ আদায় যাতে করতে না হয় সে জন্য আজানের পূর্বেই অযু করে হোটেল থেকে বেরিয়ে আসবেন।

- ৫ ওয়াক্ত নামাজ ছাড়াও অন্যান্য নামাজ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করবেন।

সফরের নামাজ

ইয়া'লা ইবনু উমাইয়্যাহ (রা.) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি উমার (রা.) এর কাছে নিবেদন করলাম, আল্লাহ তা'য়ালার বাণী হল, "যখন তোমরা পৃথিবী সফর করবে, তখন সলাত কসর করাতে তোমাদের কোন দোষ নেই, যদি তোমরা আশংকা কর যে, কাফিররা তোমাদেরকে বিপদগ্রস্থ করবে, নিশ্চয়ই কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু"। (৪-সূরা নিসাঃ ১০১)

এখনতো লোকেরা নিরাপদ! তাহলে কসর সলাত আদায়ের প্রয়োজনটা কি?

উমার (রা.) বললেন, তুমি এব্যাপারে যেমন বিস্মিত হচ্ছো, আমিও এরূপ আশ্চর্য হয়েছিলাম! তাই রসূলুল্লাহ (স.)-কে ব্যাপারটি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। রসূল (স.) বললেন, **সলাতে কসর করাটা আল্লাহর একটি সদাক্বাহ বা দান**, যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন। অতএব তোমরা এ দান গ্রহন কর"।

(মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

সফরে দ্‘সলাত একত্রে (জমা) করে আদায়

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, ‘আমি আল্লাহর রসূল (স.)-কে দেখেছি সফরে ব্যস্ততার কারনে তিনি **মাগরিবের সলাত বিলম্বিত** করেছেন, এমনকি **মাগরিব ও ইশার সলাত একত্রে** আদায় করেছেন’। (বুখারী, মুসলিম)

আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, ‘আল্লাহর রসূল (স.) সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে সফর আরম্ভ করলে **আসরের ওয়াক্ত পযন্ত যুহরের সলাত বিলম্বিত** করতেন। অতপর অবতরণ করে **দ্‘সলাত একসাথে আদায়** করতেন। আর যদি সফর আরম্ভ করার পূর্বেই সূয ঢলে পড়তো, তাহলে যুহরের সলাত আদায় করে নিতেন। অতপর সওয়ারীতে চড়তেন’।

(বুখারী, মুসলিম)

তাহিয়্যাতুল ওযু

যখনই ওযু করবেন কিংবা ওযু করেই মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবেন অথবা মাসজিদে ওযু করবেন তখনই ২ রাকাত তাহিয়্যাতুল ওযু নামাজ পড়বেন।

(মাসজিদুল হারামে প্রবেশ মাত্রই **তাহিয়্যাতুল ওযু** আদায় করবেন যদি তাওয়াফে কুদুম না থাকে এবং ফরজ জামাত আরম্ভ না হয়)

তাহিয়্যাতুল ওযু

আহমদ ইবনু আমর (রহ.) ও হারিস ইবনু মিসকীন - হুমরান (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, উসমান (রা.) ওযুর পানি আনতে বলেন। প্রথমে তিনি তিনবার উভয় হাতের কবজি পর্যন্ত ধৌত করেন। পরে কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। তারপর তিনবার মুখমন্ডল ধৌত করেন। এরপর তিনি তিন-তিনবার ডান ও বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন। এরপর মাথা মসেহ করেন এবং তিন-তিনবার ডান ও বাম পা গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত করেন।

পরে বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ সাঃ কে এরূপ ওযু করতে দেখেছি।

তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার এই ওযূর ন্যায় ওযু করবে এবং দাঁড়িয়ে দু'রাকাত সলাত (তাহিইয়্যাতুল ওযু) একাগ্রচিত্তে আদায় করবে, তার পেছনের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে

(সুনান নাসাঈঃ ১১৬)

তাহিয়্যাতুল ওযু

আবূ হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাঃ বিলাল রাঃ আনহু-কে উদ্দেশ্য করে বললেন,

“হে বিলাল! আমাকে **সর্বাধিক আশাপদ আমল** বল, যা তুমি ইসলাম গ্রহণের পর বাস্তবায়িত করেছ। কেননা, আমি **(মি’রাজের রাতে) জান্নাতের মধ্যে** আমার সম্মুখে **তোমার জুতার শব্দ** শুনেছি”।

বিলাল (রা.) বললেন,

‘আমার দৃষ্টিতে এর চাইতে বেশী আশাপদ এমন কোন আমল করিনি যে, আমি যখনই রাত-দিনের মধ্যে যে কোন সময় **পবিত্রতা অর্জন (ওযু, গোসল বা তায়াম্মুম) করেছি, তখনই ততটুকু নামায পড়েছি,** যতটুকু নামায পড়া আমার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ ছিল”।

তাহিয়্যাতুল মাসজিদ

যখনই মাসজিদুল হারামে কিংবা যে কোন মাসজিদে প্রবেশ করবেন তখনই ২ রাকাত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামাজ (দাখলুল মাসজিদ) পড়বেন।

(মাসজিদুল হারামে প্রবেশ মাত্রই তাওয়াফে কুদুম না থাকে এবং যদি ফরজ জামাত আরম্ভ না হয়)

তাহিয়্যাতুল মাসজিদ

আবূ কাতাদা ইবনু রিব'আ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাঃ ইরশাদ করেছেনঃ তোমাদের কেউ মাসজিদে প্রবেশ করলে দু' রাক'আত সলাত আদায় করার আগে বসবে না।

(সহীহ বুখারী)

তাহিয়্যাতুল মাসজিদ

আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বা (রহ.) ... আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাসজিদে গেলাম তখন রসূলুল্লাহ সাঃ লোকদের সামনে বসেছিলেন। তিনি বলেন, আমিও বসে পড়লাম।

রসূলুল্লাহ সাঃ জিজ্ঞাসা করলেন, বসার আগে **দু-রাক'আত সলাত** আদায় করা থেকে তোমাকে কিসে বিরত রাখল?

আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ সাঃ! আপনাকে বসা দেখলাম এবং লোকেরাও বসা ছিল।

তখন রসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, যখন তোমাদের কেউ মাসজিদে প্রবেশ করে তখন **দু-রাকআত সলাত আদায়ের আগে বসবে না।**

(সহীহ মুসলিম)

তাহাজ্জুদ নামাজ

ভোর ৩টা হতে ৪টার সময় ভেদে তাহাজ্জুদ নামাজের আজান হয় উভয় হারাম শরীফে।
তাহাজ্জুদ নামাজ কমের পক্ষে ৪ রাকাত।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

৯. যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার প্রতিপালকের রহমত প্রত্যাশা করে, (সে কি তার সমান যে তা করে না?) বলঃ যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ط قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ط إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

৩৯ঃ যূমার -৯

হাদীসঃ তাহাজ্জুদ নামাজ

সালমান ফারসী (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ রসলুল্লাহ সাঃ বলেন, ‘তোমরা রাতে নামাজ পড়। কারণ এটা তোমাদের পূর্ববর্তী মহৎ লোকদের রীতি। রাতের নামাজ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের নিকটবর্তী করে, গুনাহগুলো মোচন করে, পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং শরীর থেকে রোগ বিতাড়িত করে’।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ রসূল সাঃ বলেন, ‘প্রতি রাতে, রাতের শেষ তৃতীয়াংশ *বাকী থাকতে আমাদের প্রতিপালক সর্বনিম্ন আকাশে নেমে আসেন এবং বলেন,* ‘কে আমার কাছে দ্’আ করবে,

কে আমার কাছে গুনাহ ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করবো’।

(সকল সহীহ হাদীস গ্রন্থ)

হাদীসঃ তাহাজ্জুদ নামাজ

আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) হতে বর্ণিতঃ নবী সাঃ বলেছেন, "হে লোক সকল! তোমরা ব্যাপকভাবে **সালাম প্রচার কর**, **(ক্ষুধার্তকে) অন্ন দাও** এবং **লোকে যখন রাতে ঘুমিয়ে থাকবে তখন নামায পড়**। তাহলে তোমরা নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করবে"।(তিরমিযীঃ হাসান ও সহীহ)

আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, "রমাদান মাসের সওমের পর সর্বোত্তম সওম হচ্ছে আল্লাহর মাস **মুহাররমের সওম**। আর ফরয সলাতের পর **সর্বোত্তম সলাত হচ্ছে রাতের (তাহাজ্জুদের) সলাত**।" (মুসলিম)

ইশরাক এর নামাজ

ফজর নামাজ পড়ার পর দনিয়াবী কাজকর্ম, কথাবার্তা হতে বিরত থেকে সূর্য উঠা পযন্ত স্বীয় নামাজের জায়গায় অথবা মাসজিদে (পুরুষ) অন্য কোন জায়গায় বসে কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহর যিকির, তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদিতে লিপ্ত থেকে সূর্য উদয়ের কিছুক্ষণ (প্রায় ২৩ মিনিট) পর দই রাক’আত করে ৪ রাক’আত নামাজ আদায় করা। (তিরমিজী)

হারাম শরীফে এশরাকের ওয়াক্ত দেওয়ালে ঝুলানো বিভিন্ন ঘড়ির মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়।

ঐ সময় দই রাক‘আত ইশরাকের নামায এক হজ ও এক উমরাহর সমান সওয়াব। (জামে তিরমিযী ১ঃ ১৩০)

এতদ্ব্যতীত আরো দই রাক‘আতসহ মোট চার রাক‘আত পড়লে আল্লাহ তা‘আলা সন্ধ্যা পযন্ত তার এদিনের সকল কাজের জিম্মাদার হয়ে যান।

(জামি তিরমিযী ১ঃ ১০৮)

চাশত (সলাতুত দ্বহা) এর নামাজ

সলাতুত দ্বহা (চাশতের নামাজ)ঃ *সূর্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর দ্বিপ্রহরের পূর্বেই পড়া হয় বলে এর নাম ‘সলাতুত দ্বহা’। এর রাকা’আত সংখ্যা ২, ৪, ৮, ১২ পযন্ত পাওয়া যায়।*

যাওয়াল এর নামাজ

সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়,

২ রাকাত করে ৪ রাকাত।

আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব (রা.) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাঃ সূর্য হেলার পর ৪ রাকাত সলাত পড়তেন। তিনি বলেছেন, "সূর্য হেলার পর সময়টা এইরকম যে, তখন **আসমানের দরজাসমূহ খুলে** দেয়া হয়, তাই আমার বড়ই পছন্দ যে, ঐ সময়ে আমার কিছু আমল উপরে উঠুক"। (মুসনাদে আহামাদ)

জাম'আতে সলাত

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাঃ বলেছেন, "জামা'আতে সলাতের ফাযীলাত একাকী আদায়কৃত সলাত অপেক্ষা সাতাশ গুন বেশী।"

(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, আহমাদ)

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নাবী সাঃ বলেছেন, "মুনাফিকদের জন্য **ফাজর ও ইশার সলাত** অধিক ভারী। এ দু'সলাতের কি ফাযীলাত, তা যদি তারা জানতো তবে **হামাগুড়ি দিয়ে** হলেও তারা উপস্থিত হতো।"

(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, মালিক)

সলাতে উত্তম কাতার (সারি)

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন,

"পুরুষদের উত্তম সারি (কাতার) হলো **প্রথম সারি,**

আর **নিকৃষ্ট সারি** হচ্ছে পিছনের সারি

এবং মেয়েদের **সর্বোত্তম কাতার** শেষেরটি

আর **নিকৃষ্ট** হচ্ছে প্রথমটি"।

(মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, দারেমী)

মাসজিদুল হারামে জানাযার নামাজ

- মাসজিদুল হারাম সমূহে প্রায় প্রত্যেক ফরজ সলাতের পর জানাযা নামাজ হবে।
- তাই ফরজ জামাতের পরপরই অন্য সুন্নাত/নফল নামাজের নিয়ত করবেন না।
- ফরজ সলাতের পর এককভাবে যিকিরসমূহ ও দ'আ করবেন।
- এরপর জানাযার নামাযে অংশ গ্রহন করবেন।
- জানাযার নামাজের নিয়ম-নীতি জেনে নিন।
- ৩য় তাকবীরের পর পঠিত দ'আ হজ্জে গমনের পূর্বে অবশ্যই মুখস্থ করবেন।

জানাযার নামাজ

জানাযা নামাজের নিয়ম

- ✓ মনে মনে নিয়ত করুন। ৪ তাকবীরের সাথে জানাযার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়।
- ✓ ১ম তাকবীরঃ ঈমাম সাহেবের 'আল্লাহু আকবর' বলার সাথে সাথেই আপনিও দুই হাত উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবর' বলে হাত বেঁধে নিয়ে 'সুরা ফাতিহা কোন কোন মতে সানা' পড়ুন।
- ✓ ২য় তাকবীরঃ ঈমাম সাহেবের ২য় তাকবীরের সাথে, আপনিও তাকবীর বলে দরুদ শরীফ পড়ুন।
- ✓ ৩য় তাকবীরঃ ঈমাম সাহেবের ৩য় তাকবীরের সাথে 'আল্লাহু আকবর' বলুন এবং দু'আ পড়ুন।
- ✓ ৪র্থ তাকবীরঃ ঈমাম সাহেবের ৪র্থ বার তাকবীর বলার পর আপনিও 'আল্লাহু আকবর' বলুন ও সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করুন।
- ✓ জানাযার নামাজে তাকবীর গুলো বলা ফরজ।

জানাযার নামাজে ৩য় তাকবীরের পর পঠিত একটি দ'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا
وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ
اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ ط وَمَنْ
تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ ط ☆

'আল্লাহুম্মাগ ফিরলি হাইয়্যিনা ওয়া মায়্যিতিনা, ওয়া শাহিদিনা ওয়া গ্যায়িবিনা, ওয়া সগিরিনা ওয়া কাবিরিনা, ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা। আল্লাহুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহু মিন্না ফা আহ্য়িহি 'আলাল ইসলাম, ওয়ামান তাওয়াফফাইতাহু মিন্না ফাতা ওয়াফফাহু 'আলাল ঈমান'

(হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট ও বড়, নর ও নারীদেরকে ক্ষমা করুন। আমাদের মাঝে যাদের তুমি জীবিত রেখেছ তাদের তুমি ইসলামের উপর জীবিত রাখ আর যাদেরকে মৃত্যু দান কর তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান কর!)

মিনায় নামাজ (প্রথম পর্যায়)

৮ জিলহজ্জ যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামাজ আদায় করে রাতে মিনায় অবস্থান করে এবং ৯ জিলহজ্জ ফজর নামাজ মিনায় আদায় করা সুন্নাত।

(মক্কা ও মিনায় প্রচন্ড ট্রাফিকের কারনে উপরোক্ত সুন্নাতটি প্রায়শই আদায় করা সম্ভব হয় না।)

আরাফার ময়দানে নামাজ

৯ জিলহজ্জ সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে যাওয়ার পর ইমাম সাহেব হজ্জের খুতবা প্রদান করবেন। এরপর আযান হবে। একই আযানে দুই ইকামতে প্রথমে যোহর ও পরে আসর নামাজ কসর করে অনুষ্ঠিত হবে। এরপর আরাফায় আর কোন নামাজ নেই।

(বিদ্রঃ সূর্য অস্ত যাওয়ার পর মাগরিবের নামাজ আদায় না করেই মুজদালিফার উদ্দেশ্যে রওনা করতে হবে।)

৯ জিলহজ্জ সূর্যাস্তঃ সন্ধ্যা ...।

মুজদালিফায় নামাজ

৯ জিলহজ্জ সূর্যাস্থের পর আরাফা থেকে মাগরিবের নামাজ আদায় না করেই ধীর-স্থির এবং ধৈর্য্য সহকারে তালবিয়া ও তাসবীহ পাঠ করতে করতে মুজদালিফার উদ্দেশ্যে রওনা হতে হবে। মুজদালিফায় পৌঁছে ওযু করে মাগরিব ও এশার নামাজ, এক আযানে ও দুই ইকামতে জাম'আতের সাথে আদায় করবেন। এশার নামাজ কসর করবেন। বিতর নামাজ আদায় করবেন।

মুজদালিফায় ফজর আরম্ভঃ সকাল ...

মুজদালিফার সূর্যোদয়ঃ সকাল ...

১০ জিলহজ্জ সুবহে সাদেকের পর ফজরের নামাজ আদায় করবেন। ফজরের ফরজ নামাজের পূর্বে অবশ্যই ২ রাকাত সুন্নাত নামাজ আদায় করবেন।

সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পূর্বেই মুজদালিফা ত্যাগ করবেন মিনার জামারার উদ্দেশ্যে।

মিনায় নামাজ (শেষ পর্যায়)

১০, ১১, ১২/১৩ জিলহজ্জ মিনায় অবস্থান কালে সকল নামাজ জাম'আতের সাথে কসর করে আদায় করবেন।

ফিসাবিলিল্লাহ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
সুবহা-নাকাল্লা -হুম্মা ওয়া-বিহামদিকা, আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লা আনতা, অস্তাগফিরুকা, ওয়া-আতুবু ইলাইক।
(আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার সাথে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া ইবাদতের কোন ইলাহ নেই, আমি আপনার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করছি এবং আপনার নিকট তাওবা করছি)।

ফি সাবিলিল্লাহ

শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনে, প্রেজেন্টেশনটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরন করতে পারবেন।

অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল সম্পূর্ন আমার অযোগ্যতা, অক্ষমতা এবং অদক্ষতা- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাকে ক্ষমা করুন।

মুসলিম ভাই-বোনেরা এই প্রচেষ্টা হতে উপকৃত হলে, আমার জন্য, আমার পরিবারের জন্য এবং কুরআন ক্লাশ ৭৩ এর সবার জন্য দো'আ করবেন।

হে আল্লাহ! যতদিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন, ইসলামের উপর বাঁচিয়ে রাখুন এবং পরিপূর্ণ মুসলিম হওয়ার পর ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করুন। (আমীন)